প্রাক্-ভাষ

বাংলা কাব্য - সাহিত্যের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। বাংলাকাব্য-সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক আলোচনা- গবেষণা হয়েছে। কিন্তু কাব্য- সাহিত্যের মতই বাঙালীর নাট্যচেতনার ঐতিহ্যও যে সুপ্রাচীন এবং মধ্যযুগে একসময় সারা উত্তর - পূর্বভারতের নাট্যচর্চা যে বাঙালীর নাট্যচেতনার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল - এই গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত ।

বাঙালীর নাট্যচর্চা ও নাট্যচেতনার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উদ্ভূত বাংলা নাটকের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শপ্রাপ্ত শিক্ষিত বাঙালী মনে এক অভিনব নাট্য-রসপিপাসা জেগে উঠেছিল - যার ফলশ্রুতি আধুনিক বাংলা নাটক। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই অভিনব নাট্যরসপিপাসাও কোন আকস্মিক বা অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। নাট্যরসিক বাঙালী যুগে যুগে নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে যে চিন্তা - ভাবনা করেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর নাট্যভাবনাও সেই ধারারই অন্যতম পর্যায় ।

আধুনিক বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের গতি-প্রকৃতির ইতিহাস রচনায় পণ্ডিতগণ যতটা শ্রম স্বীকার করেছেন, প্রাগাধুনিক কালের বাঙালীর নাট্যচর্চা ও নাট্যচেতনার স্বরূপ সন্ধানে তা হয় নি । অথচ বাঙালীর নাট্যচর্চা ও নাট্যচেতনার ঐতিহ্য অনুদ্ঘাটিত থাকলে বঙ্গ সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয়টিই অনুপলব্ধ থাকবে।

প্রাচীন বাংলার নাট্যচেতনা নিয়ে যে একেবারেই কিছু আলোচনা হয় নি, তা অবশ্য নয় । ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা নাটক ও নাটগীতি সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশণ করেছেন। কিন্তু তাতে বিভিন্ন সময়ে বাঙালীর রচিত কয়েকটি নাটক ও [illegible] [illegible] নাট্যপ্রয়াস সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন আলোচনা আছে । ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'ও বাঙালীর নাট্যপ্রয়াসের অনুরূপ আলোচনা আছে। আসলে, ডঃ সুকুমার সেন এবং ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর নাট্যপ্রয়াসের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন - বাঙালীর নাট্যচেতনার স্বরূপ ও তার ক্রমবিকাশ আলোচনার অবকাশ সেখানে ছিল না । ডঃ সুকুমার সেনের 'নট-নাট্য-নাটক' আকারে ছোট হলেও তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ । কিন্তু গ্রন্থটির লক্ষ্য ভারতীয় নাটকের উৎসমূলে পুতুল নাচের

ঐতিহ্য অনুসন্ধান – বাঙালীর নাট্যচেতনার স্বরূপ সন্ধান নয়। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র চতুর্থ খণ্ডে কবিগান – আখড়াই প্রভৃতির সঙ্গে প্রাচীন নাটগীত ও যাত্রার আলোচনা করেছেন। নাটগীত প্রসঙ্গে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্পর্কে তাঁর আলোচনা ও মন্তব্য পূর্বসূরীদের অপেক্ষা রাখে। উভয় গ্রন্থের নাটকীয়তা সম্পর্কে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসংশয় নন। তাছাড়া, শ্রীচৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয় সম্পর্কে তাঁর আলোচনা গতানুগতিকতার ঊর্দ্ধে উঠতে পারে নি। নেপালের সঙ্গীত নাটক এবং শঙ্কর দেবের নাটপালাগুলির আলোচনায় বাংলা নাট্যভাবনার সঙ্গে এই দুই ধারার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ তিনি অনুসন্ধান করেন নি। বাংলা যাত্রার উদ্ভব নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বিভিন্ন মতামত আলোচনা করে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাতে যাত্রার জন্মরহস্য খুব বেশী উন্মোচিত হয় নি। অবশ্য যাত্রার ক্রমবিকাশ নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনাই করেছেন। তাঁর আলোচনা যেহেতু মূলতঃ সাহিত্যের ইতিহাসধর্মী তাই সেখানে যাত্রার উদ্ভবের মূলে বাঙালীর নাট্যচেতনার স্বরূপটি প্রকটিত হয় নি। প্রাচীন যুগে বাঙালীর নাট্যচর্চা এবং তার স্বরূপ সম্পর্কেও কোন বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেন নি।

বাংলা নাটকের উদ্ভবের মূলে যে লোকনাট্যের ঐতিহ্যটির কথা অনুমিত হয়, সে লোকনাট্য কি এবং কি ভাবে এই লোকনাট্য নাটগীত ও পরে যাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠল সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নি। বাঙালীর নাট্যচেতনার বিশিষ্টতাটিকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হলে বাংলা লোকনাট্যের ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকার প্রসঙ্গটিও বিস্তারিত ভাবেই আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

ডঃ বৈদ্যনাথ শীল 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' এবং ডঃ সুরেশ চন্দ্র মৈত্র 'বাংলা নাটকের বিবর্তন' গ্রন্থদ্বয়ে আধুনিক বাংলা নাটকের ভূমিকা হিসেবে 'যাত্রা' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক বাংলা নাটক যে বাংলা নাট্যচর্চার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে গড়ে ওঠেনি একথা সুবিদিত। যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে ডঃ শীলের মন্তব্য-ও সর্বদা গ্রাহ্য নয়। তাঁর সিদ্ধান্তের সমালোচনা ইতিমধ্যে অনেকেই করেছেন। ডঃ মৈত্রর আলোচনায়-ও বাঙালীর নাট্যচর্চার ঐতিহ্য সম্পর্কে কোন নতুন দিক উদ্ঘাটিত হয় নি।

ডঃ অজিত কুমার ঘোষের 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয় আধুনিক বাংলা নাটকের প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থরূপে সর্বজন স্বীকৃত। উভয় গ্রন্থেই আধুনিক বাংলা নাটকের আলোচনার পূর্বাহ্নে বাঙালীর নাট্যচর্চার ঐতিহ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। ডঃ ঘোষ অবতরণিকা অংশে নাটকের উৎপত্তি, সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস, যাত্রা এবং বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলির মধ্যে ডঃ ঘোষ যাত্রার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত ভাবেই আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্মথ মোহন বসুর সিদ্ধান্তেরই সমর্থক "শিবোৎসব হইতে ক্রমে নাটক ও যাত্রার উদ্ভব হইয়াছিল এ অনুমান অসঙ্গত নহে।" যাত্রা সম্পর্কে মন্মথ মোহন বসুর ('বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ') অভিমতের যাথার্থ্য আলোচনা সাপেক্ষ। সুতরাং এ প্রসঙ্গে ডঃ ঘোষের অনুমানটির গ্রহণ যোগ্যতাও বিচার সাপেক্ষ। এছাড়া 'কালীয় দমন' ও 'সখের দল' অংশে যাত্রার ধারাবাহিকতা সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। 'যাত্রায় বিকৃতি' এবং 'যাত্রার বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব' অংশে যাত্রার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিন্তু মনোজ্ঞ আলোচনা আছে। কিন্তু ডঃ-ঘোষের এই আলোচনা থেকে বাঙালীর নাট্যচেতনার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাছাড়া প্রাচীন কালে বাঙালীর নাট্য চর্চার স্বরূপ এবং মধ্যযুগে বাংলাদেশের আশেপাশে প্রচলিত নাট্যধারার সঙ্গে বাঙালীর নাট্যচেতনার সম্পর্ক কিংবা বাংলা লোকনাট্যের ধারা অথবা বাংলা গীতিধারার অন্তর্নিহিত নাটকীয়তা সম্পর্কে তিনি কোন আলোচনাই করেন নি। এই একই অভাব আমরা লক্ষ্য করি ডঃ আশুতোষ-ভট্টাচার্যের বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেও। 'ভূমিকা' অংশে ডঃ ভট্টাচার্য যাত্রা' সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার প্রাসঙ্গিক প্রথম চারটি অধ্যায় হল, - ১) নৃত্যোৎসব, ২) ওরাওঁযাত্রা, ৩) নাটগীত এবং ৪) কৃষ্ণযাত্রা। ডঃ ভট্টাচার্য 'যাত্রা' শব্দটির উৎপত্তির মূলে দ্রাবিড় ভাষার অস্তিত্ব কল্পনা করে লিখেছেন - "এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে 'যাত্রা' শব্দটি মূলতঃ দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।" ডঃ ভট্টাচার্যের এই অভিমতটি সর্বজন গ্রাহ্য হয় নি। 'নাটগীত' অধ্যায়ে তাঁর মন্তব্য "যাত্রার মত এক শ্রেণীর লৌকিক নাটক (Folk drama) অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে চলিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগে ইহাকেই নাটগীত বলিত।" কিন্তু ডঃ ভট্টাচার্যের আলোচনায় নাটগীতের স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

তাছাড়া লোকনাট্য ও নাটগীত কি একই ধরনের নাট্যচর্চা কিনা এবং নাটগীতের সঙ্গে যাত্রার চরিত্রগত পার্থক্যটি সম্পর্কেও তিনি কোন আলোচনা করেন নি ।'কৃষ্ণ-যাত্রা' অধ্যায় যাত্রার ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

মন্মথ মোহন বসু তাঁর 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে বাংলা নাটকের উৎস সন্ধানে যাত্রার উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে যাত্রার ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন । যাত্রার উৎপত্তি সম্পর্কে মন্মথ মোহন বসুর গৃহীত সিদ্ধান্ত পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে মেনে নিতে পারেন নি । যাত্রার উৎস সন্ধান সম্পর্কে তাঁর গবেষণা ছাড়া বাঙালীর নাট্যচর্চার ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনিও কোন আলোচনা করেন নি ।

আসলে এই গ্রন্থগুলি সবই তথাকথিত নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ । আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা কাল থেকে তার ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনাই এই গ্রন্থগুলির লক্ষ্য । বাঙালীর নাট্যচেতনা ও নাট্যচর্চার লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার এই গ্রন্থগুলির লক্ষ্য ছিল না ।

প্রাচীন কাল থেকেই বঙ্গদেশে রীতিমত নাট্যচর্চা হত । অথচ সেইসব নাট্য-চর্চার কোন লিখিত নিদর্শন আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয় নি । এর প্রধান কারণ, তখনকার দিনে লিখিত নাটকের অভাব । নাটক মুখে মুখেই রচিত হত, মুখে মুখেই অভিনীত হত । কদাচিৎ গানগুলি লিখিত থাকত । কথাবস্তু আসরেই বানিয়ে নেওয়া হত । এক কথায় তখনকার নাটক ছিল শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর । পরবর্তী কালে যদিও বা কোন অধিকারী কোন নাটকের পুঁথি রচনা করতেন তা উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং হস্তান্তরের অভাবে কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যেত । ফলে মধ্যযুগের নাট্যাভিনয়ের বিষয়বস্তু তথা উপস্থাপনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্যই । এসব কারণেই এই পর্বের বাঙালীর নাট্যচর্চা ও নাট্যচেতনার ইতিহাস রচনা করা খুব সহজ-সাধ্য নয় । এই দুঃসাধ্যতা সত্ত্বেও প্রাপ্ত তথ্য এবং যুক্তিনিষ্ঠ অনুমান- প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালীর নাট্যচর্চা ও নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশের স্বরূপ উদ্ঘাটন যে করা যায় না, এমন নয় । কাজটিকে আমি কর্তব্যকর্ম বলেই গণ্য করেছি। এইকাজে যথোপযুক্ত নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও অধ্যবসায় প্রয়োজন - একথা মনে রেখেই এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি । এই কাজের উদ্দেশ্য কোন নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস রচনা নয় ; প্রাচীন যুগ থেকে প্রাগাধুনিক কাল পর্যন্ত (অর্থাৎ আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভবের-

প্রাক্কাল) সময় সীমার মধ্যে নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে সমসাময়িক বাঙালীর চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন কতখানি ঘটেছে তার স্বরূপ সন্ধান করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। বাংলা নাটকের ইতিহাস লেখা হয়েছে, যাত্রাগানের ইতিহাস লেখারও একটা প্রচেষ্টা ইদানীং শুরু হয়েছে, কিন্তু নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বাঙালীর চিন্তা ভাবনার স্বরূপ নিয়ে এখনও কোন আলোচনা হয় নি। এই অনারব্ধ কাজটিকেই সম্পূর্ণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই গবেষণা কর্মের অবতারণা।

বাঙালীর নাট্যচেতনার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশকে ধারাবাহিকরূপে উপস্থাপিত করবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই আলোচনাকে মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের নাট্যচেতনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যে লোকনাট্যের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে একদা প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত নাট্যকলার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল সেই একই আদর্শে খ্রীস্টীয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বঙ্গীয় নাট্যকলারও উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের নাট্যচেতনার সঙ্গে বাঙালীর নাট্যচেতনার যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে তেমনি আছে বৈসাদৃশ্যও। সুতরাং বঙ্গীয় নাট্যচেতনার স্বরূপ-ধর্মকে উপলব্ধি করতে হলে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যচেতনার স্বরূপ-ধর্ম সম্পর্কেও একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ কারণেই প্রাচীন ভারতের নাট্যচেতনা শীর্ষক অধ্যায়ের অবতারণা। এই অধ্যায়ের সূচনায় নাট্যশাস্ত্রে নাট্যোৎপত্তির ইতিহাস প্রসঙ্গটি বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রাগার্য যুগ থেকেই ভারতবর্ষের লোকস্তরে লোকাভিনয়ের যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং সেই লোকাভিনয়ের ধারাটিই পরিমার্জিত হয়ে সংস্কৃত নাটকরূপে বিকশিত হয়েছে তা বৈদিক যুগ থেকে উত্তর কাল অবধি বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচিত হয়েছে।

খ্রীস্টপূর্ব শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালটি বাংলার ইতিহাসে প্রাচীন যুগ নামে চিহ্নিত। এই যুগে বাঙালীর নাট্যচেতনার পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন নাট্যশাস্ত্রাদি গ্রন্থে। তাছাড়া বাঙালীরচিত সংস্কৃত নাটকগুলি থেকেও বাঙালীর নাট্যচেতনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। এই পর্বের বিশিষ্ট গ্রন্থ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পরিস্ফুট নাট্যমণ্ডপটি বিশ্লেষণের সূত্রে বাঙালীর নাট্য চেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বিশিষ্ট গ্রন্থ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন।

কাব্যাকারে গ্রথিত এই গ্রন্থটির নাটকীয়তা সম্পর্কে অনেকেই বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। গীতগোবিন্দের আদর্শে রচিত এই গ্রন্থটি বাংলা নাটগীতের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। গ্রন্থটির নাটকীয়তা সম্পর্কে পণ্ডিতগণের বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাটকীয়তাকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। প্রাক্-চৈতন্য যুগে বাঙালীর নাট্যচর্চা এবং নাট্যচেতনার স্বরূপ সন্ধানই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য।

বাঙালীর নাট্যচেতনার ইতিহাসে চৈতন্যযুগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাল। এখানেই আমরা প্রথম বাঙালীর নাট্যচর্চার প্রামাণ্য ইতিহাস পাই। এই পর্বে বাঙালীর নাট্যচেতনার স্বরূপ তিনটি অংশে আলোচিত হয়েছে,- ক) বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয়ের বিবরণগুলির বিশ্লেষণ এবং বাঙালীর নাট্যচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ।

খ) মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয় ছাড়াও এই পর্বে বাঙালীর নাট্যচর্চার যে তথ্য ও বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলির বিচার-বিশ্লেষণ।

গ) এই পর্বে বাঙালী রচিত সংস্কৃত নাটকগুলির আলোচনা। এই গ্রন্থগুলির আলোচনা সূত্রে এই পর্বে নাট্যামোদী বাঙালীর নাট্যচেতনার স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে।

অসমের নাট্যচর্চার জনক শংকরদেব। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও শংকরদেব যে পরোক্ষভাবে বঙ্গীয় নাটগীতের দ্বারাই কতকটা প্রভাবিত ছিলেন, তা শংকর-দেবের অঙ্কীয়া নাটগুলি বিশ্লেষণ করে দেখান হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। শংকরদেবের নাট-পালাগুলির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার সূত্রে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গের উত্তর-পূর্ব প্রান্তীয় অঞ্চলের নাট্যভাবনার স্বরূপ, সমকালীন বঙ্গীয় গীতিনাট্যের সঙ্গে শংকরদেবের 'অঙ্কীয়া নাটের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য - এক কথায় বাঙালীর নাট্য- চেতনার সঙ্গে এই প্রান্তীয় অঞ্চলের নাট্যভাবনার পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশশতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে মিথিলা এবং নেপালে প্রচুর সঙ্গীত-নাটক রচিত হয়েছে। নেপালের বিভিন্ন রাজ সভায় এই নাটকগুলির কিছু কিছু অভিনীতও হয়েছে। নেপালের রাজারাও ছিলেন নাট্যোৎসাহী। নেপালের বেশ কিছু সঙ্গীত নাটক বা ভাষা নাটকের রচয়িতা ছিলেন বাঙালী। এই

ভাষানাটকগুলি লিখিত হত মৈথিলী, বাংলা বা বাংলা-মৈথিলী মিশ্রভাষায়। নেপালে রচিত এই সব ভাষানাটক সম্পর্কে বাংলাদেশে খুব বেশী আলোচনা হয় নি। কেউ কেউ বাংলা যাত্রার সঙ্গে এই ভাষানাটকগুলির একটা সম্পর্ক কল্পনাও করেছেন। কিন্তু এসবই অনুমান মাত্র। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভাষানাটকগুলির আঙ্গিক উপস্থাপনা প্রভৃতি বিচার - বিশ্লেষণ সূত্রে এই সত্যটিকেই প্রকটিত করা হয়েছে যে, মিথিলা - নেপালের সঙ্গীত নাটক বা ভাষা নাটকগুলি মূলতঃ বাংলা নাটগীতের আদর্শের দ্বারাই প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত ছিল, বাংলা যাত্রা বা নাটক এদের দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। বস্তুত, মধ্যযুগে বাংলাদেশের সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে যে নাট্যচর্চা হয়েছে তাতে বাংলা নাটগীতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল অনিবার্য। নেপালের ভাষা নাটকগুলির বাহ্যিক পোশাকী আবরণটি সরিয়ে ফেললেই যে ভেতরের বাংলা নাটগীতের সৌন্দর্যটি বেরিয়ে আসে এই অধ্যায়ে তা দৃষ্টান্ত সহ দেখান হয়েছে।

পণ্ডিত সমাজে এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে মধ্যযুগে মুসলমান শাসনাধিকার কালে শাসক শ্রেণীর প্রতিকূলতার জন্য বাংলা নাট্য সাহিত্য বিকশিত হতে পারে নি। এই ধারণার সত্যাসত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষাংশে।

যাত্রাগানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। বাংলা যাত্রার উদ্ভব যে চৈতন্যোত্তর কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে - এই সত্যটি যুক্তি সহ এখানে আলোচিত হয়েছে। দেবোৎসবের সূত্র ধরে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণাভিনয়ের আদর্শে প্রচলিত লোকাভিনয়ের ধারাটিই পরিমার্জিত রূপে যাত্রায় বিকশিত হয়েছিল - এই প্রসঙ্গটি আলোচনা করে যাত্রাগানে মতিলাল রায়ের আবির্ভাবের প্রাক্কাল (যাত্রাগানে আধুনিকতার সূচনা) পর্যন্ত যাত্রার বিবর্তনের ইতিহাস এবং যাত্রাগানে বাঙালীর নাট্যচেতনার অভিপ্রকাশ সম্পর্কে সোদাহরণ আলোচনা করা হয়েছে। পরিবর্তমান যুগ পরিবেশে যাত্রার মধ্যে কি ভাবে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটছিল, নবোদ্ভাবিত নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও যাত্রা কিভাবে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুন্ন রেখে কালজয়ী হয়েছে - এই অধ্যায়ে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নাটগীত, যাত্রা এবং নাটক ছাড়াও বাঙালীর নাট্যরস-রুচির পরিচয় পাওয়া যায় লোকনাট্যের মধ্যেও। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন

প্রান্তে নানা ধরনের লোকনাট্য প্রচলিত ছিল। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই লোকনাট্যের চর্চা আজও বজায় আছে। বিভিন্ন সময়ে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও লোকনাট্যচর্চার মাধ্যমে কি ভাবে বাঙালীর নাট্যরসপিপাসা চরিতার্থ হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে।

বাঙালী জাতি স্বভাবতঃ সঙ্গীতপ্রিয় ও নাট্যরসিক। শুধু নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমেই তাঁদের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ হয় নি, বাংলাদেশে প্রচলিত বিচিত্র গীতিধারার মধ্য দিয়েও কি ভাবে এই নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ হয়েছে, নবম অধ্যায়ে বিভিন্ন গীতিধারার উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করে তা দেখান হয়েছে।

একথা সত্য যে, পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ অনুসরণ করেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব হয়েছে, বাংলা নাট্যচর্চার ঐতিহ্যের সঙ্গে এর যোগবন্ধন হয়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মানসে যে জীবনমুখী নাটকের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল এবং প্রচলিত যাত্রার প্রতি প্রবল বিদ্বেষ আধুনিক বাংলা নাটকের জন্মকে সম্ভাবিত ও ত্বরান্বিত করেছিল - নবশিক্ষিত বাঙালীর এই মানসিকতা ও নাট্যচেতনার স্বরূপ দশম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। যাত্রাকে অস্বীকার করলেও যাত্রার দ্বারা যে আধুনিক বাংলা নাটক কম-বেশী প্রভাবিত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গও এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই আলোচনার ধারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, আধুনিক যুগকে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক নাটকের সূচনা। এই নাটকের ইতিহাস যেমন স্বতন্ত্র তেমনি নাটক ও নাট্যকলা সম্পর্কে বিভিন্ন নাট্যকারের চিন্তাভাবনার স্বরূপও বিচিত্র। আবার যাত্রাগানেও মতিলাল রায় থেকে নবযুগের সূচনা হয়েছে। যুগ প্রয়োজনে যাত্রাজগতেও ঘটেছে নানা পরিবর্তন। যাত্রার উৎকর্ষ বিধানে বিভিন্ন পালাকার নানারকম চিন্তা-ভাবনাও করেছেন। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে লোকনাট্যেও নানা পরিবর্তন-পরিবর্ধন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালীর নাট্যচেতনা ও নাট্যচর্চার ইতিহাসে যে আধুনিকতার শুরু তা বিষয় বৈচিত্র্যে এবং বহুমুখী চিন্তার অভিঘাতে স্বতন্ত্র যা বিস্তারিতভাবে আলোচনার দাবী রাখে। এই কারণেই বর্তমান নিবন্ধের সঙ্গে এই পর্বকে যুক্ত করা হয় নি। বহুমুখী ধারার এক মিলন তীর্থ রবীন্দ্রনাথের নাটক। যাত্রা, নাটক, লোকনাট্য প্রভৃতির সার্থক সমীকরণ ঘটেছে রবীন্দ্র নাট্যে।

পরবর্তী পর্যায়ে আধুনিক যুগে বাঙালীর নাট্যচেতনার স্বরূপ ও তার ক্রমবিকাশ নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা আমার আছে।

আমার এই গবেষণাকর্মে আমি পুস্তক-পুস্তিকা বা পত্র-পত্রিকা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে কারুর সাহায্য বা পরামর্শ গ্রহণ করি নি, সমস্ত গবেষণা-কর্মটিই আমি নিজে স্বাধীন ভাবে সম্পাদন করেছি। ব্যবহৃত গ্রন্থাদির উদ্ধৃতি ও উল্লেখ যথাস্থানে করা হয়েছে এবং নিবন্ধের শেষে একটি নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জীও দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, 'বাঙালীর নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ' সংক্রান্ত আমার এই গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল 'দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যপ্রতিভা বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রভাব নিরূপণ' (১৯৭২) শীর্ষক পি এইচ. ডি. নিবন্ধে। উক্ত নিবন্ধের 'বাঙালীর নাট্যচেতনার স্বরূপ ও তার সাহিত্যিক প্রকাশ' শীর্ষক প্রথম পরিচ্ছেদে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে এ বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছিল। কিন্তু একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব হয় নি। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনার সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে আমি এই গবেষণা কর্মে সচেষ্ট হয়েছি। আমার পি এইচ. ডি. গবেষণা নিবন্ধের উল্লিখিত অধ্যায়টি বাঙালীর নাট্যচেতনার স্বরূপ সম্পর্কে যা ছিল বীজাকার একটি রূপ বলা যায় তা 'বাঙালীর নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ' শীর্ষক এই নিবন্ধে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশদভাবে আলোচিত হয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের বিষয়টি যদিও কিছু অভিনবত্বের দাবী রাখে, [illegible] পূর্ববর্তী কোন গবেষকই বাঙালীর নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ বিষয়ে এধরনের গবেষণায় হস্তক্ষেপ করেন নি, তথাপি প্রাচীন ভারতের তথা বাঙালীর নাট্যচর্চা বিষয়ে যেসব রচনার সম্মুখীন হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের কাছেই আমার ঋণ অপরিসীম। এই সব রচনাগুলি আমাকে আমার বক্তব্য গঠনে নানাভাবে সহায়তা করেছে। অনেকক্ষেত্রে সবার সঙ্গে সর্বদা হয়ত আমি একমত হতে পারিনি কিন্তু তাঁদের মতামতগুলি আমাকে বাঙালীর নাট্যচেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে নতুন চিন্তা-ভাবনায় অনুপ্রাণিত করেছে।

সেই অনুচ্ছেদগুলোকে যথাযথ রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছি এই সুদীর্ঘ নিবন্ধে। তবুও কোন কথাই শেষ কথা নয়, ব্যক্তিগতভাবে এই সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেই সবিনয়ে এই নিবন্ধটি উপস্থাপিত করলাম।

---------- x ----------